দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 16 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১৬

লক্ষ্মীপুরে শিশু একাডেমির ক্লাস জেলা পরিষদের বারান্দায়

মো. জহির উদ্দিন, লক্ষ্মীপুর ●

১৯৯৩ সালে লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদ ভবনের নিচ তলা ভাড়া নিয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। দীর্ঘ ২৪ বছর পার হলেও নিজস্ব ভবন নির্মাণ হয়নি প্রতিষ্ঠানটির।

শিশুরা জেলা পরিষদ কার্যালয়ের বারান্দার মেঝেতে বসে ক্লাস করছে। বছরের পর বছর রোদ-বৃষ্টি ও ধুলাবালির মধ্যে শিশু একাডেমির কার্যক্রম চলে এলেও যেন কারো নজরে আসছে না। এতে ব্যাহত হচ্ছে শিশু বিকাশ এবং সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সচেতন মহল অসন্তুষ্ট। শিশুদের মানসিক, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক উন্নয়ন ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে শিশু একাডেমি বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এখানে শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও আবৃত্তিসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিভিন্ন দিবসে একাডেমির শিশুরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ ছাড়া রয়েছে গ্রন্থাগার সেবা, জাদুঘরভিত্তিক প্রদর্শনী এবং বই-পত্রিকা বিক্রয়মূলক কার্যক্রম। কিন্তু নিজস্ব ভবন না থাকায় এসব কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সরেজমিনে দেখা যায়, লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদ কার্যালয়ের বারান্দার মেঝেতে শিশুদের চিত্রাঙ্কন ক্লাস চলেছে। এর আগে সকালে হয়েছে বৃষ্টি, বারান্দা ভেজা বৃষ্টির পানিতে। তবুও শিশুরা চিত্রাঙ্কনের ক্লাসে অংশ নেয়। বছরের অন্য সময়ে বারান্দায় বসে রোদে পুড়তে হয় এসব শিশুকে।

লক্ষ্মীপুর শিশু একাডেমি সূত্রে জানা গেছে, এখানে সাড়ে তিন বছরের শিশুদের- বিকাশ এবং চার বছর বয়সী শিশুদের-প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। এতে ৪০ জন শিশু ভর্তি রয়েছে। তাদের ক্লাস সপ্তাহের শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার। এ ছাড়া সংগীত, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও আবৃত্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১৯০ জন শিশু শিক্ষার্থীর ক্লাস শুক্রবার সকালে ও শনিবার বিকালে হয়ে থাকে।

আল আমিন, রাফসান, যিয়ানসহ কয়েকজন শিশু এ প্রতিবেদককে বলে, বারান্দায় বসে ধুলাবালি ও রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট করে তাদের ক্লাস করতে হয়। অভিভাবকরা বলেন, এমন পরিবেশে শিশুদের মানসিক ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সম্ভব নয়। প্রয়োজন, শিশু একাডেমির নিজস্ব ভবন ও শিশুদের জন্য উপযোগী সুন্দর-মনোরম পরিবেশ।

চিত্রাঙ্কনের শিক্ষিকা সুলতানা মাছুমা রিতু বলেন, নিজস্ব ভবন না থাকায় বারান্দায় অনেক কষ্ট করে শিশুরা ক্লাস করছে। এমন পরিবেশে ক্লাস নেওয়ার উপযোগী নয়। এতে শিশুদের মনোযোগ থাকে না। লক্ষ্মীপুর জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল জব্বার বলেন, নিজস্ব ভবন না থাকায় জেলা পরিষদ ভবনের নিচ তলার চারটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম চলছে। তিনি আরও বলেন, শহরে লক্ষ্মীপুর শিশু একাডেমির নিজস্ব ১৬ শতাংশেরও বেশি জমি রয়েছে। ওই জমি নিয়ে মামলাসংক্রান্ত জটিলতা থাকায় নিজস্ব ভবন করা যাচ্ছে না।